আজাদ হিন্দ

নেতাজী বাহিনী

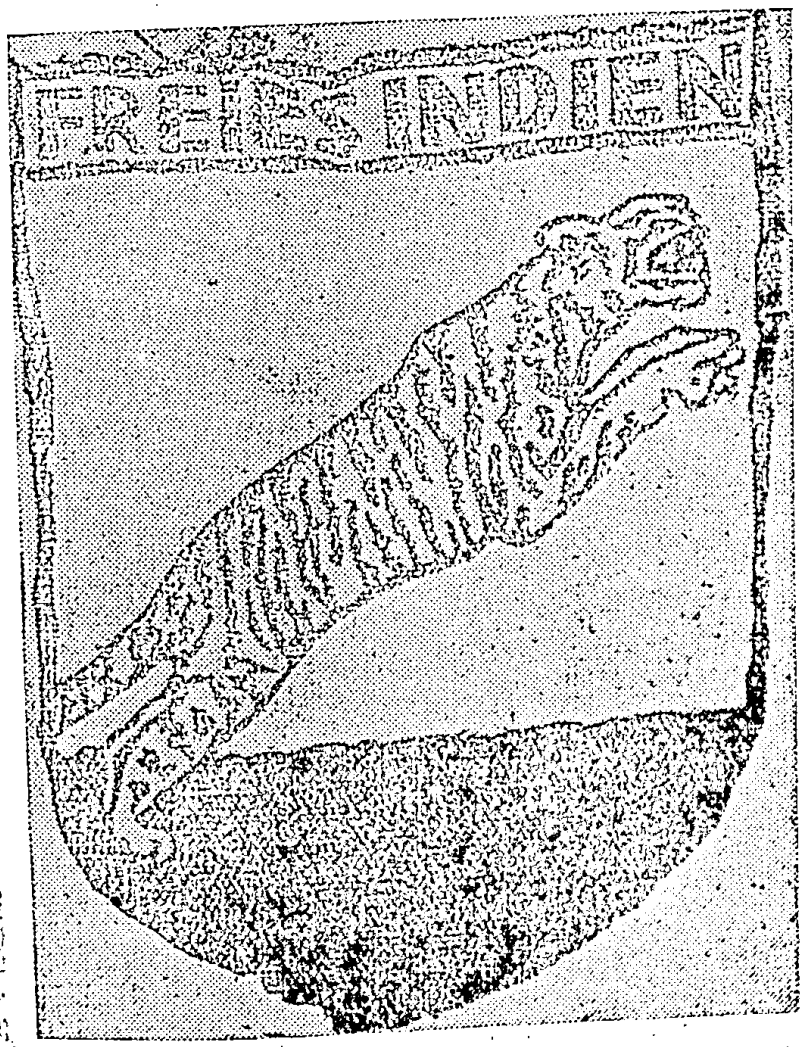

জার্ম্মাণীতে জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত আজাদী ফৌজের ব্যাজ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

মূল্য এক আনা

আজাদ হিন্দ নেকড়ে বাঘ

নেক্‌ড়ে বাঘের ব্যাজ পরে' নাকি ছুট্‌লো সেনাদল,
ইউরোপেতে ভারতবীর কাঁপায় ধরাতল।
জয় হিন্দ বলে' মাতলো তারা মহাযুদ্ধে রত,
রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে নেক্‌ড়ে বাঘের মত।
নেতাজীর নামে মন্ত্রবলে যেন পায় দেহে নব বল,
শ্বেতাঙ্গের সাথে লড়াই চালায় কালা আদমী দলে দল।
বৃটেন ফরাসী প্রমাদ গণিল নেতাজীর কাণ্ড দেখে,
পলাতক হ'য়ে বোস বংশধর আচ্ছা দাঁড়াল বেঁকে।
সুভাষ, হিট্‌লার দুই বীরে হ'ল শুভক্ষণে মুলাকাত,
মিত্রপক্ষের বুক জ্বলে যায় রি-রি করে অঙ্গ হাত।
জার্ম্মাণী সহায়, জাপানী সহায় নেতাজীর বাড়ে বল,
প্রবাসে গঠিল হিন্দু মুস্লিম আজাদী সৈন্যদল।
আজাদী ফৌজ সম্বর্দ্ধনা জানায় হিট্‌লার, নেতাজীকে,
হিটলার বলেন, ভারতীয় বীর! জয়ী হও দিগ্বিদিকে।
দুর্ব্বল ভারত অস্ত্রবল পেয়ে স্বাধীনতা যদি পায়,
জার্ম্মাণজাতি তোমরাও শোন করিওনা হিংসা তায়।
দশ কোটি লোকের মঙ্গল তরে জার্ম্মাণীর আমি নেতা,
নেতাজী সুভাষ ঘুচাইতে চান চল্লিশ কোটীর ব্যথা।
চল্লিশ কোটী নরনারী যাঁর নেতৃত্ব মানিয়া লবে,
জার্ম্মাণজাতি তোমরাও তাঁরে শ্রদ্ধা করিবে সবে।

নেতাজীর মান বাড়ালে তোমরা বাড়িবে আমার মান,
জার্ম্মাণজাতি গাহিল তখন নেতাজীর জয়গান।

সেল ট্যাকসের প্রতিবাদ

সেল-ট্যাক্‌সের প্রতিবাদে দোকান-পাট সব বন্ধ,
ব্যবসায়ীদের হরতাল—রাজায় প্রজায় দ্বন্দ্ব।
এক পয়সা থেকে ট্যাক্‌স সুরু চার পয়সায় ওঠে,
পিলে-চম্‌কানো আইন-পাশ রক্তশোষণ বটে।
দোকানদারের কাছে আদায় মট্‌কে ক্রেতার ঘাড়,
কোটী কোটী ট্যাক্‌সের টাকা ভরে দিচ্ছে ভাঁড়।
মোটা টাকা মাইনে দিয়ে কর্ম্মচারী পোষা,
জামাই আদরে কাটান তাঁরা শ্বশুরবাড়ীতে খাসা।
দেশের হিতের দোহাই দিয়ে আদায় ক'রে টাকা,
হচ্ছে তাতে কুপুষ্যিগুলোর পেট ভরিয়ে রাখা!
ট্যাক্‌সের কথা বল্‌ব কত কোন্ জিনিষে নাই?
মল মূত্র ত্যাগ কর্‌তেও ট্যাক্‌স কিছুটা চাই।
ভাতে ট্যাক্‌স কাপড়ে ট্যাক্‌স তেল নুনেতেও চলে,
আধপেটা খাই আধ-নেংটা মহাপাপের ফলে।
ট্যাক্‌সের বোঝা মাথার ওপর পাহাড় হ'য়ে আছে,
বাংলাদেশের মানুষগুলো কোনরকমে বাঁচে!
তার ওপরে সেল-ট্যাক্‌সে নাড়ীর রক্তে টান,
ধর্ম্মঘট চালানো ছাড়া নাইরে পরিত্রাণ!

(মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে "স্বদেশী চাবুক" লিখে যিনি চাবুক মারতেন, ট্যাক্স সম্বন্ধে যে হাস্য-রসাত্মক কবিতাটী তিনি রচনা করেছিলেন, পাঠক পাঠিকা-গণকে তাহা উপহার দেওয়া হইল।)

গোলামির নেশা

—শশিভূষণ দাস।

নেতার দলে দলাদলি বাধলো গণ্ডগোল,
তাই না দেখে কর্‌ছে লোকে গোলে হরিবোল।
দেশের দশা সব ভুলেছে হিন্দু মুসলমান,
আর ভাবেনা কেমন করে' পাবে পরিত্রাণ।
সবাই এখন মাতোয়ারা ধর্ম্মের ধ্বজা তুলে,
দেশ গেল যে রসাতলে সব গিয়েছে ভুলে।
দুই সতীনের ঝগড়া এখন ভারতবর্ষের পরে,
তার পরিণাম জ্বলছে আগুণ দেশের ঘরে ঘরে।
বরের মাসী কনের পিসি পরদেশী লোক যারা,
হাসছে তারা দেখছে মজা দাঁড়িয়ে দূরে তারা।
গোলাম যারা বল্‌ছে তারা মজা হ'ল ভাই,
বলেছিলাম দেশের লোকে অসহযোগে কাজ নাই।
আমরা কেউ পেয়েছি মন্ত্রীগিরি কেউ লাট গদিতে বসি,
কেউ নিয়েছি ধামা মাথায় কেউ চরণে হাত ঘসি।
এত সুখের কপাল দেখে লোকের হিংসায় বুক ফাটে,
মোদের সোনার থালায় পরমান্ন শুই রূপোর খাটে।

এমন আরাম ফেলে যদি চরকা ধরি হাতে,
দেশের মাঠে চাষ করে খাই দিয়ে নুন পান্তা ভাতে।
তখন কে হাঁকাবে মোটর জুড়ী গিন্নী নিয়ে সাথে,
দমের গদির উপর বসে—আরাম কত তাতে ?
দেশের কাজ ত আমরা করি—ট্যাক্স বসাই দেশে,
পোষ্টকার্ডের তিনগুণ মাশুল আমরা করলাম শেষে।
আবগারির 'ছাড়' আমরা দেই মদে জ্বলে লোকের নাড়ী,
পিলে লিভর হ'লে মোটা যায় যমের বাড়ী।
রেলগাড়ী ত আমরা চালাই লোকের আরাম কত চড়ি,
ম্যালেরিয়া ধর্‌লে দেশে দেই কুইনাইনের বড়ি।
আয়ুর্ব্বেদের গলা টিপে করেছি দেশ-ছাড়া,
বিদেশবাসীর মিক্‌চার গিলি দিয়ে রেল ষ্টিমারের ভাড়া।
টাট্‌কা টোট্‌কা মুষ্টিযোগে রোগ সারেনা আর,
ইন্‌জেক্‌শনের ব্যবস্থা লোকে দেখ্‌ছে চমৎকার।
দেশের খাদ্য রোচেনা মুখে পরিনা দেশের বাস।
দেশের ঘরে ঘুম হয় না ছেড়েছি দেশের চাষ।
দেশের বুলি তাও ভুলেছি বিদেশী বুলি মুখে,
দেশের সমাজ ভেঙ্গে গুঁড়ো বিদেশী ভাব ঢুকে।
দেশের জিনিষ দেখ্‌লে চোখে ঘৃণায় মরে যাই,
দেশের সেবা কর্‌ছি কেমন দেখনা ভেবে ভাই !
আমরা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ইনপ্রুভমেন্টে দিয়ে মন,
সহর ভেঙ্গে কর্‌ছি গুঁড়ো লোকের ভাঙ্গছি ভদ্রাসন।

খোলাঘরের চাল উড়ে যায় নিঃশ্বাস যদি ছাড়ি,
জলের ট্যাক্সে মিটার বসাই লোকের বাড়ী বাড়ী।
সাধ হ'লেরে লোকের মনে দেখ্‌তে থিয়েটার,
চারিটি গণ্ডা সেলামী দিয়ে পাবে গো নিস্তার।
মতলব মোদের আছে ভালো বাজেট দেখ্‌বে পরে,
এবার বরপণের উপর ট্যাক্স হ'বে শতকরা হিসাব করে'।
সোনাগাছির মোড়ে এবার বস্‌বো চেয়ার পেতে,
সেলামী আদায় কর্‌বো সেথায় মিটার নিয়ে হাতে।
মাথায় তেরি হাতে ছড়ি পকেটে ঘড়ি যার,
ফ্যাসানে কাটা দেখ্‌লে চুল ট্যাক্স হ'বে তার।
চশমার উপর ট্যাক্স ধ'রে লোকের কর্‌বো চোখ কানা,
নেমন্তণের ফলার খেতেও ট্যাক্স দু' আনা।
এবার গোঁফের উপর ট্যাক্স হ'বে ভট্‌চায্যির চৈতনে,
মুসলমানের লম্বা দাড়ী তাও গো আছে মনে।
টাকের উপর ট্যাক্স হ'বে—গোদের উপর ফোড়া,
লাঠি হাতে ট্যাক্স দেবে দেশের কানা খোঁড়া।
আফিংখোরে ট্যাক্স গণে সিগারেটের ছাই,
মাতাল গেঁজেল চণ্ডুখোর কারো রেহাই নাই।
এবার ডাবা হুকোয় ট্যাক্স হ'বে নস্যিখোরের নাকে,
মেয়ে মানুষের দোক্তা গালে পড়্‌বেনাকো ফাঁকে।
রান্নাঘরের চুলোয় লোকে দিচ্ছে ট্যাক্স গণে,
ডবল ট্যাক্স দিচ্ছে চাষা পান্তাভাতের নুণে।

বাট্‌না বাটায় কাট্‌না কাটায় কেউ যাবে না বাদ,
ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স ধরে' পূরাবো মনের সাধ।
আঁতুড় ঘরে ট্যাক্‌স এবার ট্যাক্‌স বাসর ঘরে,
ট্যাক্‌স দেবে শ্মশান ঘাটে যখন যাবে মরে'।
খেতে শুতে ট্যাক্‌স এবার ট্যাক্‌সের নাগ-পাশ,
লোকে ট্যাক্‌সের শর-শয্যায় পড়ে কাল কাটাবে বারোমাস।
ধন্য তুমি গোলামবাবু কর্‌ছ দেশের কাজ,
হাসিমুখে বল্‌ছ কথা হয় না তোমার লাজ ?
পেটে নাইরে অন্ন যাদের পরণে নাই বাস,
রোগের জ্বালায় মর্‌ছে যারা কাঁদছে বারোমাস।
কন্যাদায়ের আসামী হ'য়ে যারা হচ্ছে লক্ষ্মীছাড়া,
তাদের উপর ট্যাক্‌সের তাড়া যেন মড়ার উপর খাঁড়া।
হায়রে কালা কপাল দোষে তোদের এত ছোট প্রাণ,
কোথায় গেল সে জাতির বড়াই মান অভিমান ?
ঋষির বংশে জন্ম তোমার ওগো বামুনের ছেলে !
আহ্লাদে আটখানা আজ গোলামী একটা পেলে ?
হীরে মাণিক ঢেলে যদি কেউ দিত পায়ের তলে,
তোমার পূর্ব্বপুরুষ গর্ব্বভরে মাড়িয়ে যেত চলে।
আগুন জ্বল্‌তো নয়নে তাঁদের পুড়িয়ে করতো ছাই,
আজ তোমার চক্ষে বরষার ধারা উদরে অন্ন নাই।
বিশ্বের হিতে কর্‌তেন যাঁরা জীবন বলিদান,
তাঁদের বংশে জন্মেছে গোলাম স্বার্থপর নীচপ্রাণ।

মহাত্মার বাণী শোন গো শ্রবণে অহিংস-অসহযোগ-বল,
এই যোগে যোগী ছিল ঋষিগণ কেঁপেছিল ধরাতল।
ছিল না তাদের কৃপাণ করে আগুন মেসিন-গানে,
ছিল প্রলয়ের অগ্নি নয়নের কোণে বজ্রের শক্তি প্রাণে।
সেই শক্তি সবে কর উপাসনা রূপা সোনা হ'ক ছাই,
ভারতমাতার কর জয়ধ্বনি আমরণ সবে ভাই।

[নেতাজীর পলায়ন কাহিনীর বড় বই শীঘ্রই বাহির হইবে। মূল্য ॥৶০ আনা ভিঃ পিঃতে চৌদ্দ আনা পড়িবে। "বাঙালী মেয়ের আকাশ যুদ্ধে"র ভয়ঙ্কর কাহিনীর আর একখানি পুস্তকও ঐ সঙ্গে বাহির হইবে। মূল্য ১॥০ টাকা ভিঃ পিঃতে সাত সিকা পড়িবে। উক্ত দুইখানি পুস্তক একত্রে লইলে ভিঃ পিঃতে ডাকমাশুলসহ ২।৶০ পড়িবে।

প্রিণ্টার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস"
১৬৮।১ সি রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।